"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই জন্ম খুবই অমূল্য, কেননা বাবা স্বয়ং এই সময় তোমাদের সেবা করেন, লক্ষ্য সোপ (লাক্স সাবান) দিয়ে তোমাদের বস্ত্র পরিস্কার করেন"

*প্রশ্নঃ - যে আল্লাহকে সৃষ্টির রচয়িতা বলা হয়, তাঁর কাছে কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত?

*উত্তরঃ - তাঁকে জিজ্ঞাসা করো - আল্লাহ্ যখন এই সৃষ্টির রচনা করেছিলেন, তখন এই রচনার জন্য তাঁর ফিমেল প্রয়োজন হয়েছিলো, আল্লাহের ফিমেল কে? গড ফাদার যখন বলো, তখন অবশ্যই মাদারও তো চাই, তাই না। বাচ্চারা, তোমরা এই গুহ্য রহস্যকে খুব ভালোভাবে জানো। আল্লাহের ফিমেল হলেন এই ব্রহ্মা। ইনি হলেন তোমাদের বড় মা। এই কথা মনুষ্য বুঝতে পারে না।

*গীতঃ- কে এই সব খেলা রচনা করেছেন....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে, কোনো মনুষ্যই এই গীতের যথার্থ অর্থ করতে পারবে না। যারা নাটক তৈরী করে, তারাও বুঝতে পারে না। এমনিই গীত রচনা করে যেমন শাস্ত্র রচনা করা হয়েছিলো। কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা বেদের সম্বন্ধে বলে থাকো - এ ধর্ম শাস্ত্র নয়। শাস্ত্র বলবে কিন্তু ধর্ম শাস্ত্র নয়। এখন ধর্ম শাস্ত্র থেকে তো কিছু লাভ হওয়া উচিত। মানুষ ধর্ম শাস্ত্রের অর্থও বোঝে না। শাস্ত্র অর্থাৎ যার দ্বারা কারোর সাহায্যে কোনো ধর্ম স্থাপন হয়। তাই তোমাদের জিজ্ঞেস করা উচিত - বেদ - উপনিষদ্ কোন্ ধর্মের শাস্ত্র? সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন? এর থেকে তো কোনো ধর্মই তৈরী হয়নি। কোন্ কোন্ ধর্ম আছে - তোমাদের তাও বোঝানো হয়। যেমন বৃক্ষের মুখ্য হলো কান্ড। তারপর বড় ডাল, তার থেকে ছোটো ছোটো শাখাপ্রশাখা নির্গত হয়। বাচ্চাদের তাই বোঝানো হয় - এই যে ধর্ম শাস্ত্র আছে, তার সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি গীতা, এই হলো কান্ড। এর পরে বাকি সবই রচনা। এই ইসলামী, বৌদ্ধি, খ্রিস্টান ইত্যাদি, এই সবই কল্প বৃক্ষের ডালপালা। গীতাতেও লেখা আছে - মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় আছে। এই ঝাড়ের রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে। এর মুখ্য কান্ড হলো - আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম। এই বৃক্ষের তুলনা বড় বড় বৃক্ষের সঙ্গে করা হয়। ওই বৃক্ষ অনেক বড় হয়। বৃক্ষ যখন পুরানো হয়ে যায় তখন তার কান্ড নষ্ট হয়ে যায়, বাকি ডালপালা থাকে। এও এমনই। বাচ্চারা জানে যে - এর কান্ড, যা দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলো, তা এখন আর নেই। পরমাত্মা ২৪ অবতার যখন গ্রহণ করেন, তখন তিনি তো সর্বব্যাপী হতে পারেন না। অবতার যখন গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে কিভাবে সর্বব্যাপী বলা যাবে? এ তো নতুন কথা, তাই না। এ কতো বড় বৃক্ষ। কান্ড আর নেই-ই। একজন মানুষও নেই যে বলবে, আমি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের।

মানুষ সত্যযুগকে লক্ষ্য বছর পিছনে নিয়ে গেছে। এ কতো ঝঞ্ঝাটের বিষয় হয়ে গেছে ! এখন সব মানুষই দুঃখীই দুঃখী। এখানে কে সুখী হতে পারে? সন্ন্যাসীদের বুদ্ধিতেও এই তফাৎ নজরে আসে না যে, এখানে কাক বিষ্ঠার সমান সুখ আর অগাধ দুঃখ। একথা তারা জানেই না। বাবা এখন বলেন - আমি তোমাদের আবার অপার সুখে নিয়ে যাই। এই সময় আমি নিজের পার্ট প্লে করে সবকিছু করে আবারও আচ্ছাদিত হয়ে যাই। এমনিতে পার্ট তো সবাই প্লে করে। ইসলাম - বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই গুপ্ত হয়ে যাবে, উপরে চলে যাবে। এও কেউ জানে না। মনুষ্যকেই এই সব কথা বোঝানো হয়। জানোয়ারদের তো আর বলা হবে না। মনুষ্য জন্ম সবথেকে উঁচু, এমন গায়ন আছে। সে কোন্ জন্ম ? এমন বলাও হয়ে থাকে যে, মানুষের চামড়াও কোনো কাজে আসে না। আবার বলা হয় -- মনুষ্য জন্ম উত্তম। বাস্তবে তোমাদের এই জন্ম উত্তম, যে এই জন্মে বাবা বসে তোমাদের সেবা করেন। দুনিয়ার মানুষের এই জন্ম খুবই কনিষ্ঠ (অজ্ঞানী)। তোমরা জানো যে - আমরাও পূর্বে ছিঃ - ছিঃ পুতিনকধময় কাপড়ের মতো মনুষ্য ছিলাম। বাবা এখন আমাদের এই বস্ত্রকে জ্ঞান লক্ষ্য সোপ (লাক্স সাবান) দিয়ে পরিস্কার করছেন, আর তিনি বলছেন - এখন তোমরা নিজেদের বাবাকে স্মরণ করো।

এই দুনিয়াতে কেউই বাবাকে জানে না। বাবাকে জানলে তবেই তো বাচ্চা হবে। শিবের হবে, ব্রহ্মার হবে, তবেই তো পৌত্র বলা হবে। ব্রাহ্মণও দুই প্রকারের -- এক হলো মুখজাত ব্রাহ্মণ, আর এক হলো কুলজাত ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মার বাবা কে ? শিব বাবা। তাঁর তো কোনো বাবা হয় না। তিনিই তোমাদের পড়ান। আবার তিনিই তোমাদের গুরু। এখন তিনি তোমাদের সামনে বসে আছেন, আবার লুকিয়ে যাবেন। পতিত দুনিয়াকে পাবন বানিয়ে, দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করে তিনি আর সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাবেন। তিনি তোমাদের ২১

জন্মের সুখ দান করেছেন, আর কি চাই ! বাবা তো তোমাদের সদা সুখী বানান। বাকি উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য তো পুরুষার্থ করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণপুরীকে সুখধাম বলা হয়। শ্রীনারায়ণের ছেলেবেলা দেখানো হয় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংবর দেখানো হয়। যদি রাধার সঙ্গেই স্বয়ংবর হলো তাহলে তাঁর নাম কেন পরিবর্তন করে দেওয়া হলো ! এসব দেখায় না। লক্ষ্মী - নারায়ণের কথা তো মানুষ জানেই না। তাদের জীবন চরিত্রকে কেউই জানে না। তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো। কোটিতে কয়েকজনই আসবে যারা সম্পূর্ণ চক্র অতিক্রম করেছে। তোমরা একথা জানো যে - ভক্তি তারাই করে, যারা পূজ্য থেকে প্রথমে পূজারী হয়। সকলেই তো ভক্ত। সর্ষের মতো মানুষ ভর্তি এই দুনিয়ায়। তোমরা জানো যে - এখন বেচারারা সকলেই মৃত্যুর চাকীতে আছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বৃহৎ বুদ্ধির অধিকারী হয়েছো। ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে রাখা এখন খুবই সহজ। আমরা এখন ব্রাহ্মণ। আমরা আবার দেবতা হবো তখন আবার ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে হবে। 'হাম সো' (আমিই সেই) এর অর্থও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। 'হাম সো -- সো হাম' -- এখানেই গেয়ে থাকে। অন্য ধর্মে এই অক্ষরই নেই। "ওম্" এর অর্থ ভগবান মনে করে নেয়। বাস্তবে ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা (আমি আত্মা)। ওরা এর অর্থ উল্টো বলে দেয় -- বলে, আত্মাই পরমাত্মা। আচ্ছা, এরপর কি? আমরা তো শরীর নই। পরমপিতা পরমাত্মা তো এমন বলতেই পারেন না যে, অহম্ আত্মা - মম শরীর। সেই বাবা বলেন -- অহম্ আত্মা তো অবশ্যই। আমি এই শরীর লোন হিসাবে নিয়েছি। এ আমার জুতো নয়। আমার তো পা নেই। আমার চরণের পূজা হতেই পারে না। কৃষ্ণের তো চরণ আছে, আমার তো তা নেই। আমি হলাম নিরাকার। এমনিতে তো আত্মাও নিরাকারই কিন্তু আত্মা ৮৪ জন্মতে আসে। আমার তো শরীরই নেই। আমি হলাম অশরীরী। আমি তোমাদেরও বলি - তোমরা অশরীরী হয়ে আমাকে স্মরণ করো। তোমরা জানো যে - বাবা এসেছেন। তাঁর কি পার্ট আছে? এই পতিত সৃষ্টিকে পাবন বানানো। নিরাকার তো অবশ্যই কোনো শরীরেই আসবেন। মানুষ না জানার কারণে ফার্স্ট প্রিন্স হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ এখানে কিভাবে আসতে পারেন ? একথা বুঝে তারপর বোঝাতে হবে।

টেগোর ইত্যাদিরা গীতার কতো মহিমা করতেন। বাস্তবে এ হলো শ্রীকৃষ্ণের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, যার মধ্যে শিব বাবা বসে গীতা জ্ঞান শোনান। বাবা বলেন - আমি ছোটো বাচ্চার শরীরে কিভাবে বসে শোনাবো ? অবশ্যই অনুভাবী রথ চাই। ড্রামা অনুসারে আমার এই রথ নির্ধারিত। এমন নয় যে, পরের কল্পে অন্য রথে আসবো। ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনা করবো। পূর্ব কল্পেও তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ব্রহ্মার দ্বারাই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলে। বাবা এখন বলছেন -- অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে জুড়ে থাকো। আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই। তুমিই মাতা-পিতা.... যাঁর এতো মহিমা, এখন তোমরা তাঁর সম্মুখে বসে আছো। বিচার করা উচিত যে - বরাবর আমাদের কে রচনা করেছিলেন ? বলা হয় - আল্লাহ রচনা করেছিলেন। তাহলে অবশ্যই আল্লাহের কোনো ফিমেল ছিলেন ? আল্লাহ্ তো নিরাকার, তাহলে তাঁর ফিমেল কোথা থেকে আসবে ? তোমরা গড ফাদার বলে থাকো, তাহলে ফাদার তো সবসময় রচয়িতাই হয়। মাদার না হলে তাঁকে ফাদার কিভাবে বলা হবে ? বাচ্চার জন্ম হলে তবেই তো ফাদার বলা হয়, তাই না। এ কথা কেউই জানে না যে গড ফাদারের ফিমেল কে ? এ হলো সবথেকে গুহ্য কথা। আদম বিবি দুইই আছে। আদম তাঁকে বলা হবে কিন্তু সরস্বতীকে বিবি বলা যাবে না। তিনি যদি বিবি হন, তাহলে তাঁর মা কে ? এ হলো খুব বোঝার মতো কথা। বাবা বসেই এই কথা বোঝান। এই হিসাবে এই ব্রহ্মা আমার সজনী হলো। বাচ্চারা এঁর মুখের দ্বারা আমি তোমাদের রচনা করি। আমি ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করি। ওই বাচ্চাদের দেখভাল করার জন্য জগদম্বা নিমিত্ত হয়েছে। আদি দেব ব্রহ্মা আর জগদম্বা সরস্বতী -- এঁরা কে ? বিবেক বলে -- ইনি ব্রহ্মার কন্যা। তাহলে কিভাবে রচনা করা হয়েছিলো ? ব্রহ্মার দ্বারা যখন রচনা করা হয়েছিলো, তখন ইনি হলেন বড় মা। এরপর দেখাশোনা করার জন্য মাম্মাও আছেন, বাবাও আছেন। প্রথম নম্বরে সরস্বতী আসে। জগদম্বার কতো মহিমা। তোমরা এখন বুঝে গেছো - আমরাই সেই ব্রাহ্মণ তৈরী হয়েছি। আমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছি। এতেও দুই প্রকারের আছে - সৎ বাচ্চা আর নিজের বাচ্চা। একই মাতার বাচ্চা যখন তখন সৎ আর নিজের এমন প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। এখানে তাহলে কেন সৎ আর নিজের বাচ্চা বলা হয় ? বলা হয়, যারা নিজের বাচ্চা হয় তারা প্রতিজ্ঞা করে - আমরা পবিত্র হয়ে অবশ্যই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। তাই এমন পবিত্র বাচ্চারাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়। সৎ বাচ্চারা প্রজাতে চলে যায়। নিজের বাচ্চাও অনেকেই হবে কিন্তু তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার থাকবে। যে যতো পুরুষার্থ করবে, তারা মা - বাবার সিংহাসনে বসবে। মাম্মা - বাবা যখন সিংহাসনে বসবেন, তখন আমাদেরও সিংহাসন প্রাপ্ত করা উচিত কিন্তু তা হবে নম্বরের ক্রমানুসারে। তাই এ হলো যোগের যাত্রা। তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, অন্যদেরও নিজের সমান বানাতে হবে। নিজের সমান বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চারা বাবার পরিচয় দান করে বাবার কাছে অন্যদের রিফ্রেশ

হওয়ার জন্য নিয়ে আসে । বাবা দেখেন - কে কে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে, আর সব দিক থেকে মমত্ব দূর করে একের প্রতি একাগ্র হবে? তারা জানে যে, বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাবেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো । এরপর তোমরা সূর্যবংশীও হতে পারো, আবার চন্দ্রবংশীও হতে পারো ।

তাই বাবা নিজেই সবকিছু করছেন। এরপর তিনি লুকিয়ে যাবেন। মুহূর্তে - মুহূর্তে তো আর তিনি অবতার হয়ে আসেন না । তাঁর তো নিজের শরীরই নেই। তিনি এই একবারই আসেন। তোমরা তো ঘন - ঘনই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করো । আমি পুনর্জন্মতে আসি না । তিনি কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। পূর্বে এইসব কথা বুদ্ধিতে ছিলো না । অনায়াসে ঘরে বসে বা রাস্তায় যেতে যেতে বাবা প্রবেশ করলেন আর জানতে পারলেন। এখন দিনে দিনে সব কথাই বুদ্ধিতে বসে যায় । এমন তো বলে থাকে - আমি সাত দিনের বাচ্চা, আমি দুই মাসের বাচ্চা । এই জ্ঞান তো সেকেন্ডেই প্রাপ্ত করা যেতে পারে । বাবার কতো বাচ্চা ! আর কোনো সৎসঙ্গ হবে না, যেখানে এতো বাচ্চা আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বাও বাবার ছেলে-মেয়ে, নাকি তাঁরা মেল - ফিমেল। মেল - ফিমেল এতো বাচ্চার কিভাবে জন্ম দেবে ! কুলজাত বংশাবলীর তো এখানে কথাই নেই। যারা পূর্ব কল্পে মাতা-পিতার হয়ে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো, তারাই আসতে থাকে । কলম (চারা) লাগতেই থাকে । এ তো বাগান, তাই না । এখন তো দেবী - দেবতা ধর্মের ফুল তো আর নেই। বাকি সবই যেন কাঁটা । কাঁটা ফুটতেই থাকে । এ হলো কাঁটার দুনিয়া । বাবা এসে কাঁটা থেকে কুঁড়ি, কুঁড়ি থেকে ফুল তৈরী করেন। শ্রীমতে না চললে আবার নেমে যায় । বাবা বুঝতে পারেন - এরা বিকারে পড়ে গেছে । তোমরা এখন পতিত থেকে পাবন তৈরী হচ্ছো । বাপু গান্ধীজীও পতিত -পাবনকে স্মরণ করতেন। তিনি চাইতেন - ওয়ার্ল্ড অলমাইটির রাজত্ব হোক। সে তো বাবাই স্থাপন করবেন। তোমরা জানো যে - এখন আমাদের এই কংসপুরী থেকে কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে ।ভারতে সত্যযুগ ছিলো । এখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । পাঁচ হাজার বছরের থেকে পুরানো আর কিছুই হয় না । লাখ বছরের তো কোনো জিনিস হতেই পারে না । দেখো, তুমি বুড়ি মাতা, গুরগাঁও থেকে মাতা-পিতার কাছে এসেছো, যাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । বাবাও বৃদ্ধাদের দেখে খুশী হন। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এসেও তোমরা উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলে । সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । তোমরা বৃদ্ধারা এতো জ্ঞান ধারণ করতে পারো না । এই দাদা বৃদ্ধ, তবুও ভালো পড়াশোনা করতে পারে । তোমরা বুঝতে পারো - অল্পবয়সী সরস্বতী মা ভালো পড়াশোনা করে । আরে, ইনি তো ব্রহ্মপুত্র নদী । ইনি তো অবশ্যই বেশী পড়বেন, তাই না । এই বৃদ্ধ সবথেকে তীক্ষ্ণ। ও তো তাও কন্যা হয়ে গেলো । বৃদ্ধাদের জন্যও খুব সহজ। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । আহাঃ ! শিব বাবার প্রতি আমরা বলিদান যাই, তুমি তো আমাদের সুখধামে নিয়ে যাও! ব্যস্, এমন খুশীতেই থাকো, তাহলেও তরী পার হয়ে যাবে । সবসময় মনে করো - শিব বাবা আমাদের বোঝান। এনাকে ছেড়ে দাও। এমনই মনে করো যে, শিব বাবা আমাদের শোনান, তাহলে বুদ্ধিযোগ শিব বাবার সাথে যুক্ত হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । মাম্মাও শিব বাবার কাছ থেকে শুনেই তোমাদের শোনায় । সর্বদা এক শিব বাবার স্মরণ থাকলে তাহলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সিংহাসনে আসীন পাক্কা অধিকারী হওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে প্রকৃত সন্তান হতে হবে, অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গেই জুড়তে হবে ।

২) নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে । কাঁটা থেকে কুঁড়ি, কুঁড়ি থেকে ফুল হতে হবে আর অন্যদেরকেও বানাতে হবে । নতুন বৃক্ষের চারা লাগাতে হবে ।

বরদানঃ- কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হয়ে ধর্মরাজপুরীর সাজা থেকে রক্ষা পেয়ে বিকর্মজিৎ ভব

সাজার অনুভবকেই ধর্মরাজপুরী বলা হয়, বাকি ধর্মরাজপুরী কোনো আলাদা স্থান নয়, লাস্টে নিজের কৃত পাপ ভয়ানক রূপে সামনে উপস্থিত হয় । ওই সময় হলো অনুতাপ আর বৈরাগ্যের । ছোটো - ছোটো পাপকেও তখন ভূতের মতো মনে হয় । অনুতাপের ত্রাহি - ত্রাহি রব হতে থাকে, তাই সেই সাজার ফিলিং থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হয়ে সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো আর বিকর্মজিৎ হও।

স্লোগানঃ- যে তন-মন এবং ধনের দ্বারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে সেই গলার হার হয়ে যায় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;